করালি

গার্গী ভট্টাচার্য

KARALI

Gargi Bhattacharya

*****

Copyrighted Material

বুবু রাইয়ের মালকিন পায়েল এক যোগিনী আগেই বলেছিলাম আর সেদিন ওদের আরো দুজন গার্ডিয়ানের কথাও বলি যাঁরা উন্নীত হবেন অন্য দেবতার পদে এবার বলি পায়েলের কথা । ও এবার ভূমিদেবীর পদে উন্নীত হয়ে যাবে ।

আমার এক মেসোমশাই হলেন নীর ভরণী যোগিনী আর তাঁর ভৈরব হলেন আমার আরেক জ্যাঠা শিবজ্যোতি ভট্টাচার্য যিনি এক কবি ছিলেন । ওনার বহু কবিতা আমি আমার সোনাঝুরিতে ছেপেছিলাম । খুব সুন্দর আলেখ্য ।

ওনার দাদা পুর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য ছিলেন বাংলা সিনেমার স্থির চিত্র শিল্পী।

এই জ্যাঠা হলেন পর্বত বহন ভৈরব। আর আমার এই মেসোর ছেলে অর্থাৎ আমার কাজিন হল নৃত্য গণেশের মুশিক। সে একজন অর্থনীতিবিদ্।

লেখক ও কবি অসীম ব্যানার্জী যিনি যোগিনী হুঙ্কারী ছিলেন উনি এবার দুর্গার রূপ শৈলপুত্রীতে উন্নীত হয়ে যাবেন।

লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে বাণ মেরে মেরেছে বাণী বসু। মহা শয়তানি। নাহলে এত অল্প বয়সে মারা যেতেন না

উনি । উনি হলেন যক্ষিনী স্বর্ণাবতী । তাই তন্ত্রের দ্বারা এই যোগিনীর সাথে যোগাযোগ করেই কিছু কিছু রচনা উনি করেন এরই আশীবাদ নিয়ে যা লোকের রটনা হয় যে উনি স্ক্যাম করেছেন । এই যক্ষিনী আদতে ওনারই হায়ার সেল্ফ । মানে উনি হলেন এরই পার্থিব ছায়া বা প্রজেকশান ।

উনি এবং ওনার যক্ষ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আর জয় গোস্বামী আনন্দবাজার জয়েন করার অনেক আগেই ওখানে তন্ত্র মন্ত্রের ব্যাবস্থা ছিলো । কিন্তু অভীক সরকার ওনাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয় এই বলে

যে এরা করতো আমি জানতুম না । ভাবতুম যে কালীপুজো করছে ।

অভীকের বাপ্ ও এসব করতো । নানান শক্তি জাগাতো । কাজেই ওনারা নতুন কোনো ষড়যন্ত্র করেন নি । রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই উপকারী ও দাতা ধরণের মানুষ বলে লোকে ওকে রেয়াৎ করে । ওমানাইজার হলেও । তবে ওনার কিন্তু একটা রুচি আছে । যার তার সাথে রং মিলন্তি খেলায় নেমে যাননা ।

ভগবানরা দেবলোক বা মহলোকের থাকতে পারেন যেকোনো রূপে । কারণ ওগুনো রূপলোক । তার মানে এই নয় যে

দেবলোকে কোনো কম ওজনের দেবতা আছেন আর মহলোকে বেশি। উল্টোটাও সম্ভব। সবই নির্ভর করে কে কত শক্তিশালী যোগী তার ওপরে।

দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত দেবলোক থেকে মোক্ষ পেতে সক্ষম আবার শ্রী বিষ্ণু তত উন্নত যোগী না হওয়া সম্ভব।

তাড়া খাওয়া বিষ্ণুর সব স্পিরিচুয়াল হেরিটেজের সব গডরা বিনষ্ট হবে ও নরকে পতিত হবে। তাদের স্ফুলিঙ্গ করে দেওয়া হবে। একই জিনিস হবে জাম্নি বাসুদেবের আধ্যাত্মিক হেরিটেজের

গডদের ও এই সমস্ত গুরুদের । নরকে পতন ও শেষে স্পার্ক ।

আমাকে সন্ত বলোনা । সন্ত শব্দটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে । বরং আমাকে এক শয়তান বলতে পারো । কারণ সন্তদের অনেক লিমিট থাকে । এই করতে পারবে না সেই করতে পারবে না । কিন্তু আমি সেসবের ধার ধারিনা । তাই আমাকে তোমার শয়তান বলতে পারো । কিন্তু এমন শয়তান যে নিজের সেল্ফকে রিয়েলাইজ করে ফেলেছে । জেনে ফেলেছে , হু অ্যাম আই ।

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জে কে মেরে ফেলবে এবার কিন্তু দেখাবে ন্যাচেরাল মৃত্যু কারণ ওকে বাঁচিয়ে রাখলে এবার ও শয়তানের এজেন্ট হয়ে যাবে কারণ এত বড় কাজ করেও পার পেয়ে গিয়েছে তাই । ও সাধু নয় ।

বেতাল পুজিত হয় হিন্দুদের মাঝে । অনেক মন্দির রয়েছে ওনার । ওনাকে শিবঠাকুরের রূপ বলে কেউ আবার শিবগণ বলে কেউ । মানে শিবের সৈনিক । আজ্ঞা বেতাল গুহ নমঃ শিবায় এর সোলমেট । ওনার রাগ থেকে তৈরি হয়েছেন তাই এবার ওনাকে সাহায্য

করবেন এই কালা জাদু থেকে রক্ষা পেতে । বেতালকে সব ভূত প্রেতের রক্ষাকবচ বলা হয়ে থাকে। উনি সাহায্য করবেন আমাদের এবার ভৌতিক সমস্যাগুলো থেকে । বেতাল খুবই শক্তিশালী এক দেবতা। ওনাকে ক্ষেত্রপাল বলা হয় অর্থাৎ রক্ষক দেবতা ও ভৈরবের সাথেও যুক্ত করা হয়ে থাকে ও ভৈঁরো বলা হয়।

বেতাল

প্রমোদ মহাজন যখন মানব দেহ পাবে তখন আবার সব কর্ম শেষ করে ও পাপ মোচনের পরে একটা সময় শিব সাধক রূপে শিবের শরভ অবতারে উন্নীত হবে । তখন থেকে ওর আর পতন হবেনা । এর কারণ এই জন্মে শ্রী রমণ মহর্ষি , তোতাপুরী বাবার সাথে এনার্জি এনট্যাঙ্গেল করা । যদিও ঘৃণা ও রাগে করেছিলো তবুও এতবড় বড় মহাপুরুষের আলোতে আলোকিত হতে পেরেছিলো বলেই ঐ সুযোগ সে পাবে ও একটা সময় এর পরে আর কখনো তাকে নিম্নগামী হতে হবেনা বিষ্ণুর মতন । তবে মুসলিম ঘৃণা ও মেয়েমানুষ ঘৃণার

জন্য কিছু কর্ম অবশ্যই তাকে সইতে হবে ও শিখতে হবে যে সবাই সমান।

আর গজানন মহারাজের স্পিরিচুয়াল হেরিটেজে সে স্থান পেয়ে যাবে এবং তার উন্নয়ন হয়ে যাবে। এছাড়া সে এক বড় সাধকও হয়ে যাবে তখন যে নারীদের মা বলে মর্যাদা দিতে শিখবে।

গজানন মহারাজ হলেন এক সোহম সাধক যিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ছিলেন।

কুতপাকে মনে আছে তো ? সে আমার কাজিনকে শেষ করে বাণ মেরে কারণ আমার কাজিন ওকে ভয়ানক বাজে

দেখতে বলে তাও সে এসে আমার বিয়েতে আমার রূপ নিয়ে ঝামেলা করার পড়ে। কাজিনকে এমন বাণ মেরেছে যে সে এখন জাঙ্কি হয়ে গিয়েছে ও সেক্স র‍্যাকেটে ঢুকে পড়েছে। এই শয়তান কুতপা নিজ ভাইকে রেপ অবধি করেছে । বাপের নিরোধ নিয়ে দিনের পর দিন নিজ ভাইকে রেপ করতো খাবারে নানান তুকতাকের জিনিস মিলিয়ে দিয়ে । বাবা /মা যখন সিনেমায় যেতো সেইসময় ওমলেট বা অন্যকিছুতে এসব মিলিয়ে দিয়ে এই সর্বনাশী নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়মিত রেপ করেছে । নিজ ইনোসেন্ট ভাইকে

রেপ করার দরুণ এর কন্যা এখন পতিতালয়ে ভাড়া খাটছে।

কুতপা নিজ ভাসুরের পরিবার ও ক্যারিয়ার ধ্বংস করেছে কারণ সেই ব্যাক্তি ওকে রিজেক্ট করে বিয়ের সময় ওর কুৎসিত রূপ দেখে। পরে তার বিবাহ বিচ্ছিন্ন ভাই একে বিয়ে করে।

এমন এমন শক্তি জাগায় যে যখন পুলিশ কাস্টডিতে ছিলো তখন অনেক পুলিশ অফিসারের ও তাদের নিরীহ সন্তানদের ক্ষতি হয়ে যায়। আপনা থেকেই।

আমাকে যদি কেউ বলে তিনখানা নাম সাজেস্ট করতে মোক্ষের জন্য ধরো ঈশ্বর বললেন যে তুই বল কাদের দেওয়া যায় যারা অনেস্ট ও পোক্ত আমি তিনজনের নাম দেবো । এক ইমাদ মুগনেয়ি , দুই দাউদ ইব্রাহিম আর তিন হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ ।

প্রথম দুইজন কর্মযোগী ও হনুমানজী ও বীরভদ্রের ইনকারনেশান । আর সর্বপ্রিয়ানন্দজী হলেন এক নক্ষত্র ।

কিন্তু ওনারা তিনজনই খুব পরিপক্ক আত্মা । দুজনকে দুনিয়া অপরাধী বলে কিন্তু একজন বিপ্লবী লেবানন এর ।

দাউদ ইব্রাহিমকে আর এস এস এর প্রমোদ মহাজন ও কাতারের আমিরের গ্রুপ গ্যাংস্টার বানিয়েছে কিন্তু তবুও এতবড় পদে থাকলেও উনি না কোনোদিন নিরীহ মানুষ মেরেছেন আর না রেপ করেছেন কিংবা পেদোফাইল চক্রে গিয়েছেন। এখন উনি একজন মুসলিম ফকির ও দাতা মানুষ। যাকে দুনিয়া দেখে সে ওনার নকল। মুম্বাই বোমা বিস্ফোরণের সাথে ওনার কোনো যোগাযোগ নেই। ওটা আর এস এস এর কম্মো ও কাতারের আমিরের মতন কিছু মুসলিমের। এরকম বেশ কিছু রয়েছে। সুদান, মরক্কো, ইয়েমেন,

ওমান ইত্যাদি। এরা এসবে যুক্ত।

আর নাম হয়েছে এদের।

একদিন সব সত্য বাইরে আসবে আর দাউদ ইব্রাহিমকে সসম্মানে ভারতে ফিরিয়ে আনা হবে। মনাস্ট্রিতে বসে সবাই ধ্যান জপতপ করতে পারে কিন্তু শয়তানের আসনে বসেও শিবঠাকুর হওয়া সহজ নয়। স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দের আধ্যাত্ম ইচ্ছা প্রবল ও জ্ঞান খুব গভীর। ওকে কেবল ওর সদিচ্ছাতে একটু জোরে হাওয়া বাতাস দিতে হবে তাহলেই ও এগিয়ে যাবে।

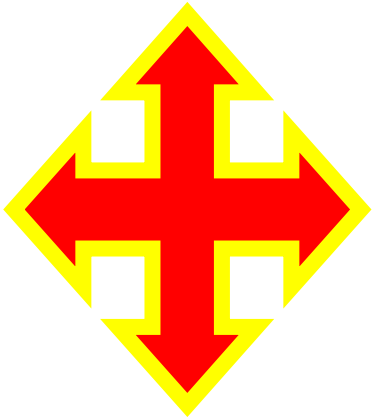

19

সত্যলোকে মোক্ষ পাওয়া সন্তরা থাকেন । তাঁদের অহং নেই । তাঁরা শনির বলয়ের মতন একটা শিল্ড । সুপ্রিম বিং এর প্রবল এনার্জি আর আমাদের মাঝে । তাঁরাই সেই মায়াশক্তি যা দিয়ে এই কসমস ম্যানিফেস্ট হয় । পরমাত্মার অন্তরের কথা ওনারা শক্তির দ্বারা অনুভব করে তপোলোক পাঠান আর সেখান থেকে ম্যানিফেস্ট হয়ে আবার জনলোক হয়ে নিচে আসে ও পুরো মহাবিশ্ব ম্যানিফেস্ট হয় আল্লাহর ইচ্ছাতে । ঐ বলয়ে যেতে গেলে অহং এর বিন্দু অবধি থাকলে হয়না কারণ তাহলে শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় । তাই এইসব সন্তদের কোনো

অহং বা মন/ ম্যানিফেস্ট করার শক্তি থাকেনা তাই তাঁরা নিজ নিজ শুদ্ধ চৈতন্য শক্তি দিয়ে তপোলোকে বা জনলোকে বার্তা পাঠান আর সেখান থেকে মুনিঋষিগণ ম্যানিফেস্ট করে করে মহাজগৎকে দিয়ে থাকেন ঠিক কি তাঁরা চাইছেন সেই জিনিস। কারণ জনলোক ও তপোলোক হল মেন্টাল প্লেন। কেবল ম্যানিফেস্ট করা যায় সেখানে। অরূপলোক। প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক হেরিটেজই একমাত্র ঐ লোকে তুলতে সক্ষম একজন সাধককে। নাহলে রটেন হেরিটেজ হলে ঐ দেবলোকে নিয়ে গিয়ে দেবদেবীর কদর্য অর্থ করে

জিনিসগুলোকে নাশ করে দেবে ও পরে নরকে পতন হবে । যেমন ভূমিদেবীর কেবল বক্ষ ও যোনীতে ভাল্‌ভা রয়েছে ।

তন্ত্রের নামে রমণ । নরবলি দিয়ে দেবতাদের খুশি করা ইত্যাদি । সব সাধকের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ মোক্ষ । এইসব নিম্নমানের সাধন ভজন নয় ।

সেইদিক থেকে মুসলিম, বৌদ্ধ্য , খ্রীস্টান ধর্ম অনেক বেটার । নারীদেহের ব্যাখ্যা ও সাধনা সেখানে নেই যদিও ওদেরও তন্ত্র মন্ত্র হয় কখনো কখনো ।

লো ভাইব্রেশনাল সোলরা সাধনা করে দেবত্ব পেতে ও সেখানে বসে পাওয়ার খাটাতে । যেমন রাবণ বড় শিব সাধক ছিলো সেরকম ।

ভগবান শক্তির দ্বারা অপারেট করেন কারণ ওনার মন নেই । রিয়েলাইজড্ সন্তরা সেই শক্তি বুঝতে পারেন । আর তাই দিয়েই জগৎ চলে কারণ তাঁরা বোঝেন যে সুপ্রিম গডহেড ঠিক কি চান । যেমন এক বাক্স বিরিয়ানি দেওয়া হল । এবার কেউ ওটা খাবে , কেউ নষ্ট করবে আর কেউবা বিলাবে আর কেউবা ওটাকে আরো কিছু জুড়ে

বাড়াবে আর অন্য কেউ ওতে কাবাব মিলিয়ে আরো মশলাদার করে নেবে সেরকম । আল্লাহ্ বিরিয়ানি দিয়ে দেন রিয়েলাইজড্ সন্তদের মাধ্যমে আমাদের হাতে আর আমরা স্ক্রি উইল দিয়ে সেটা ব্যবহার করি । যারা যত উত্তম আত্মা তারা তত ভালো করে সেই বিরিয়ানি খায় আর যারা অধম তারা বিরিয়ানি ফেলে দেয় বা নষ্ট করে । কিন্তু বিরিয়ানিটা কেউ দেয় আমাদের, আমরা নিজেরা বানাই না । সেটাই হল সত্য । তাই বলা হয় যে ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া একটিও পাতা নড়েনা । ব্রাহ্মণের কাছে বা ব্রহ্মের কাছে কোনো অহং নিয়ে কেউ গেলে

বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে আত্মা, ওখানকার এনার্জি এতই প্রবল তাই বলা হয় যে ঘুষ দিয়ে আর যাইহোক প্রকৃত স্পিরিচুয়ালিটি হয়না। তাই অহং এর পুরো নাশ দরকার সত্যলোকে যেতে গেলে । পুরোটাই ফিজিক্স তাইনা ?

মহর্ষি ভৃগু একবার বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেন । যেসব দেবদেবীরা শয়তানি করছে তাদের সবার মন্দির ও পূজার স্থল নাশ হয়ে যাবে ও তারা উঠে যাবে হিন্দু ধর্ম বা অন্যান্য ধর্ম থেকে।

রাক্ষস এত শক্তিশালী নয় । গডরা কাজ করেনা তাই ওরা শক্তি পায়। আর রাবণ

এর মতন রাক্ষসগণ যখন সাধন ভজন করে স্বর্গে উঠে বসে তখন দেবতার মতন দেখতে হলেও স্বার্থপর মোটিভে কাজকম্মো করতে শুরু করে । আর তখনই তার পতন হয় ও সে ফল পায় । পুরাণেও এমন অনেক গল্প আছে যে স্বর্গে রাক্ষস এর উৎপাতে ইন্দ্র ভয় পায় ইত্যাদি । ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দেয় রাক্ষসরা । এর অর্থ হল যে রাক্ষস ও পিশাচ এরা সাধনা করে দেবতা সেজে বসেছে আর সেলফিশ মোটিভে কাজ করছে । যা আপাতত: হচ্ছে স্বর্গলোকে ।

কুচক্রীতে ভরে গিয়েছে স্বর্গলোক ।

সিলভেস্টার স্ট্যালোন হলেন সিক্কাল সিঙ্গারা ভেলান মন্দিরের কার্তিক ও আর্নল্ড সোয়ারজেনেগার হলেন মেঘনাদ ভৈরব । স্লাই এর আন্ডারে আমেরিকার যোগীর প্লেট রয়েছে । উনিই আমেরিকাকে ধরে রেখেছেন যেমন হারকিউলিস্ আর্থকে লোকে বলতো ।

অসুর সুরপদ্মকে মারার জন্য এখানে কার্তিক আসেন ও তাঁর মাতা দুর্গার কাছ থেকে তাঁর অস্ত্র ভেল পান । এই কান্ডকে সুর সংহার বলা হয় । এই মন্দিরে শিব ও বিষ্ণু দুজনেই আছেন ।

শ্রী রমণ মহর্ষির আশ্রমে লক্ষ্মী গোমাতার মোক্ষ হয় । উনি ছিলেন কামধেনুর পার্থিব জন্ম । ওনার মানসপুত্র হলেন আন্নামালাই স্বামী । অর্থাৎ বুবু সারমেয় । দিল সে ড্লগার এর কিউটি পাই বুবু ।

শাহরুখ খানের স্ক্যাম বাজারে চলে আসবে কারণ ও আমার পুত্রকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করছে । কাতারের আমিরের সাথে । ও যে লালারুখকে ধর্ষণ করতো তা ম্যাস মিডিয়াতে আসবে ও তার প্রভূত নিন্দা হবে । বাদশাহ থেকে বেগার হয়ে যাবে । এদের কালা জাদুর জন্য অনেক মানুষের ক্ষতি হয় । এবার

থেকে কোনো আত্মা আর লো ভাইব্রেশনাল প্লেন গুলো থেকে দেবলোকে উন্নীত হতে সক্ষম হবেনা । যদি কেউ সত্যিকারের সাধনা করে মোক্ষ পেতে চায় তাকে মানুষ থেকে এমন রিগোরাস্ সাধনা করতে হবে যাতে তপোলোকে উন্নীত হতে সক্ষম হয় আর তারপরে মোক্ষ হয় । দেবলোকে উঠে দেবতা সেজে অন্যান্য নিরীহ জীবের ক্ষতি আর হবেনা । দেবলোকে পদচারণা করবেন কেবল দেবতারা এবং দেবদেবী সৃষ্ট পবিত্র আত্মারা । যেসব ব্রহ্মা ও শিব ইত্যাদি ইডিয়োটিক বরগুলি দিয়ে থাকে তারা আদতে রাক্ষস বা পিশাচ থেকে উন্নীত

দেবতা । নিজেদের সেলফিশ মোটিভে নিজেদের স্পিরিচুয়াল হেরিটেজকে বর প্রদান করে কসমসে ঝামেলার সৃষ্টি করে থাকে যা যুগযুগান্ত ধরে হয়ে চলেছে ।

দূরদর্শনের চৈতালী দাশগুপ্ত ও তার শাশুড়ি সোনালি সেনরায় দুই দেহপসারিনী । এই মহিলার পুত্রগণ মুম্বাইতে থাকে ও মাদকদ্রব্যের সাথে যুক্ত । ড্রাগ লর্ড হয়ে উঠেছে । শীঘ্রই নিহত হবে । চৈতালী যাদবপুরে পড়তেই দেহব্যবসায় নিযুক্ত হয় । পরে স্বামীর ব্যচেলার্স কোয়ার্টারে গিয়ে পড়ে থাকতো । সেখানে শ্বশুর, স্বামী ও অন্যকেউ থাকতো । নারী বিহীন বাসা

। এই মহিলা জানে কি করে মতলব বার করতে হয় । তার জন্য দেহ ভাড়া খাটানো সই ! বর রাজা দাশগুপ্ত বাড়িতে না থাকলে ভাড়া খাটতো । ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে মোটা টাকা এলে বর প্রশ্ন করলে বলতো বন্ধুরা উপহার দিয়েছে । মহিলার মা ছিলো দেহপসারিনী অবশ্যই আন অফিসিয়াল তাই বাবা তাকে তাড়িয়ে দেয় । এর শাশুড়ি সোনালি সেন রায় তুকতাক করে এক ইতালিয়ান না ফরাসী সিনেমা পরিচালককে ফাঁসায় । তারপর বর ও বড় ছেলেক ফেলে পালায় । পরে সেই পরিচালকের জিনা হারাম করে দেয় তন্ত্রমন্ত্র করে করে । সেই ব্যাক্তি

তখন অন্য সাইকিক (উইকান) এর কাছে রক্ষাকবচ নিয়ে এর হাত থেকে মুক্তি পায় । এই শয়তানি শেষ বয়সে আধমরার মতন জীবন কাটায় । অত্যন্ত বজ্জাৎ এই মহিলা সামনের জন্ম থেকে মাংস পিন্ড হয়ে জন্ম নেবে ও দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষা করবে । যতদিন দক্ষিণেশ্বর রইবে এ ওখানে মাংসপিন্ড হয়ে ভিক্ষা করতেই থাকবে । এর এমন অবস্থা হবে যে কেউ মুখে গ্রাস না তুলে দিলে খেতে পারবে না । চৈতালির দুই পুত্রের থরহরিকম্পমান অবস্থা হবে । এত বাজে অবস্থা হবে বডির যে ময়না তদন্ত করার অবস্থা রইবে না । আমাকে গালি দিচ্ছে । বলছে

আমি অস্ট্রেলিয়াতে পর্ণ ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত। নাহলে এত খবর পেলাম কি করে কে কি নোংরামো করছে ? আর আমি সেল্ফ প্রোকেল্মড্ সন্ত । কোনো স্পিরিচুয়াল অর্গানাইজেশান এর সাথে যুক্ত নই না কেউ ডিক্লেয়ার করেছে যে আমি একজন সেন্ট । তাইজন্য বললাম আমাকে সন্ত বলিস্ না শয়তান বল । কিন্তু এমন শয়তান যার লিবারেশান হয়ে গিয়েছে। এখন আমার এনার্জি ফিল্ড এত প্রখর যে আমার সাথে শয়তানি করলে কি হবে সেটা দেখবি । তোদের বজ্জাতি বার হচ্ছে তাইনা ? সেইজন্যে এত মুখর হয়েছে আজ মৌনতা ! তোর শাশুমা যদি

এতই কেপেবেল হতো তাহলে কলকেতার কেউ তাকে ফলো করেনি কেন রে ?ইতালি না ফরাসী এক পরিচালকের গলায় ঝুলতে হল শেষমেশ ? আমাকে পর্ণস্টার বলছিস্ ? তোর দুই পুত্র মুম্বাইতে মাদক দ্রব্য বিক্রি করে ও সেক্স স্লেভ আর এবার যখন পুলিশের গুলিতে নিহত হবে তখন তুই সলমান খান ও করণ জোহরকে জড়াবি। বলবি সুশান্ত সিং রাজপুতকে মেরেছে আর আমার ছেলেদেরও মেরেছে কিন্তু আদতে সুশান্তকে মেরেছে কাতারের আমির ও শাহরুখ খানের গ্রুপ। তোর মা, শাশুড়ি ও তুই গত ৯০ জন্ম ধরে ছিলিস্ বেশ্যা।

এই জন্মে একটা সারনেম পেয়েছিস্ । যদি সলমানকে জড়াস্ তোর বরের মুন্ডি খুলে পড়বে ।

চৈতালিও তুকতাক করে । শাশ্বতী গুহঠাকুরতাকে ও আরো অনেক মানুষকে শিকল বেঁধে দিয়েছিলো যাতে ক্যারিয়ারে গ্রো করতে না পারে ।

তা নাহলে শাশ্বতী গুহঠাকুরতা আরো এগিয়ে যেতে পারতেন ।

এবার চৈতালী ওর পুত্র নিধনের পরে পাগলিনী হবে ও ওকে শিকলে বেঁধে রাখবেন ওর স্বামী রাজা দাশগুপ্ত ।

মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা নি:সরণ হবে।

ওকে বাঁচাতে পারে নিসর্গদত্ত মহারাজের আই অ্যাম দ্যাট বই। এই বই পড়লে ও অনেক উত্তর পাবে ও রামকৃষ্ণ ঠাকুরের আশ্রমে দীক্ষিত হবে। ওর মনে অনেক প্রশ্ন জমে আছে। হোয়াই মি ?

যা ওকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এতে ওর উত্তরণ হবে ও পুত্র বিয়োগের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু ও যাবে কিনা সেটা ওর ওপরে নির্ভর করছে।

আমাকে হয়ত উন্মাদও মনে করতে পারে যে জুতো মেরে গরুদান করছে।

কোনো লো ভাইব্রেশনাল সোল যদি প্রকৃত মুক্তি চায় তাহলে আল্লাহ্ বা গড তাকে সত্যি সত্যি হেল্প করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

এটা সোলেইমানি ও আমার তৃতীয় দেখা এই ধরাতে । গুহ নম:শিবায়কে বিভাজনের পরে । হয়সালা রাজবংশে আমি জন্ম নেবার পরে ও আমার প্রেমিক ছিলো । কিন্তু আমার বাবা সম্ভবত: রাজা বিষ্ণুবর্ধণ (লালকৃষ্ণ আদবানী) আমার বিয়ে তার সাথে দেয়নি সে ইসলাম ধর্মের বলে । রাজবৈদ্য এর সাথে দিয়ে দেন । রাণীমা বলেন যে মেয়ের বিয়ে কেন

রাজপুত্রের সাথে হবেনা তাতে বাবা বলেন যে মুসলিম ছেলের সাথে যদি ও চলে যায় তাহলে বংশ মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে কাজেই রাজবৈদ্যই শ্রেয় ।

সেই জন্মে আমার পতিদেব ছিলেন দেবী শেঠি আর উনি এক অশ্বিনী কুমার । উনি একজন ভেষজ চিকিৎসক ছিলেন । সোলেইমানি বিয়ে করেনি সেই জন্মেও ।

গুহ:নমশিবায় এর মোট ৮ জন্মের মধ্যে আমাদের বিভাজিত ৭ জন্ম । সোলেইমানি তার ভেতরে ৪ জন্ম সৈনিক হয় ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয় যা সে মনে করে অত্যন্ত গৌরবের । অবিবাহিত

ছিলো। অন্য তিনজন্মের মধ্যে গত জন্মে আমি ওর প্রেমিকা ছিলাম আর ও বিয়ে করেনি আর ঐ হয়সালা রাজবংশের কথাও বললাম । সেই জন্মেও সে অকৃতদার ছিলো । আর এইজন্মেও ও অকৃতদার এখনও।

গুহনমশিবায় যখন একজন গোটা পুরুষ তখন আটবার জন্ম নেন মোটে । চারবার যোগীর জীবন কাটান কঠোর তপস্যায় । আর প্রথম চারবার এর ভেতরে সংসার করলেও অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয় সেইসব সংসারের আয়ু । ৩/৪ বছরের ভেতরে পত্নীরা পরপাড়ে চলে

যান অথবা উনি বাসার আউট হাউজে থাকতে শুরু করেন স্ত্রীর সাথে কলহের জন্য । একটি দুটি পুত্র ছিলো মোট এই চার জন্মে । অর্থাৎ অত্যন্ত কম সংসারে জড়িয়েও আবার কলিকালে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব আত্মাদের ।

তিনজন আত্মা ওনার সাথে এনার্জি জড়ান । সহজে কেউ ওনার পত্নী হতে চাননি কারণ উনি খুবই ফিয়ার্স এনার্জি তাই সংসার জীবন স্থায়ী হয়নি কভু ।

একজন যোগিনী ও অন্য দুজন ছিলেন নক্ষত্র পুষ্যা ও ধনিষ্ঠা । যোগিনী আজ পতিত হলেও নক্ষত্র দুজন বড় দেবী হয়ে

গিয়েছেন । নক্ষত্র পুষ্য হয়েছেন ভ্রামরী দেবী আর ধনিষ্ঠা হয়ে গিয়েছেন রক্ত কালী মা । এনারা দুজনেই বড় যোগী ।

সেই সূর্য আর সংজ্ঞার গল্প আরকি ।

তেজ সহ্য করতে না পেরে ছায়ার জন্ম দেন সংজ্ঞা । রুদ্রদের শক্তি এতই প্রখর যে কোনো দেবীরা এনার্জি জড়িয়ে তাঁদের পত্নী হতে রাজি হননা । সাংসারিক কলহের সুত্রপাত হয় । রঘুরাম রাজন ছিলেন আমার এক প্রেমিক রাজস্থানে যখন আমি রাণা সঙ্ঘের মেয়ে ছিলাম । ওনার সাথেও বাবা বিয়ে দেননি কারণ উনি রাণা ছিলেন না একজন

ইন্তেলেকচুয়াল ছিলেন । এরকমই সেইসময় দেখতে ছিলেন ।আমাদের প্রগাঢ় প্রেম ছিলো । পরে আমি যেই রাণাকে পছন্দ করে বিয়ে করি উনি একজন কবি ও শিল্পী ছিলেন তাই তাঁকে চুজ করি কারণ তাঁর মধ্যে আমি রঘুরামের ছায়া দেখতে পাই । উনি অমল পালেকর । এখন যম/ধর্ম রাজ । পরে রঘুরাম রাজন ওনার এই জনমের স্ত্রী রাধিকা রাজনকেই বিয়ে করে নেন ।

গুহ নমঃ শিবায়ের পুত্র ছিলো গুরু নমশিবায় অর্থাৎ এখন পালানি মুরুগান । যোগিনীর সাথে সে দুইবার বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হয় । এখন সে মুহন্দিসের বৌ আসমা । তার সাথেও একটি ছেলে ছিলো । ভ্রামরি দেবী ও রক্ত কালী দেবীর প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে যাবে । আসমা দুই জন্ম গুহনমশিবায়ের সাথে এনার্জি জড়ায় ও ওনার ফিয়ার্স এনার্জিতে ভুল করে বসে ও তার পতন হয়ে যায় । তাই পরবর্ত্তীতে চার জন্ম গুহনমশিবায়কে একলা কাটাতে হয় ধ্যান জপতপ করে; সন্ন্যাসীর জীবন । পতনের ভয়ে কেউ ওনার সঙ্গিনী হতে চায়নি । তারপরে ওনাকে কেটে ফেলা হয় আমি ও সোলেইমানি ।

আজ্ঞা বেতালের নেক্সট লেভেলে উত্তরণ হয়ে যাবে । আমাদের সোলমেট ও আমাদের হেল্প করবে । যে আমার জন্য একটিও ঘাস কাটবে তার সাতপুরুষ বসে খাবে ।আর যে গালি দেবে তার কি হবে পুছো মাৎ ।

আত্মাদের কেটে বিভক্ত করে দিলেই তারা দুটি ভিন্ন মানুষ হয়ে যায় । তখন আর তারা এক রয়না । হলেই বা টুইন ফ্লেম । কর্ম ও জীবন ও বাসনা সবই আলাদা হয়ে যায় কেবল স্পিরিচুয়াল মেরিট যুক্ত হয় ।

গৌতম ঘোষ কপিক্যাট । সিন টু সিন কপি করে । বর্মি ফিল্ম বা মালেশিয়ান সিন টু সিন কপি করে দেয় ও ভারতীয় ভার্সান করে নাম কামায় । তন্ত্র করে এসব বাজারে আসা বন্ধ করে ও কাউচ কাস্টিং এ যুক্ত । নষ্ট চরিত্রের স্ক্যাম একটি । ওর মেয়ে ড্রাগি ও মারা যাবে হেড অন কলিশানে । গৌতম ওর স্ক্যাম বার হবে ও লজ্জায় বাসা থেকে বার হবেনা আর বেড সোর হয়ে কংকাল সার হয়ে পড়ে মারা যাবে একদিন । ও একজন শয়তান যার মুখোশ কমিউনিজম । ওকে সমস্ত পুরস্কার থেকে স্ট্রিপ করে দেবে সরকার ।

আমার বাবা এক গৌড়িয় বৈষ্ণব পরিবারে কোস্টাল দ্রাবিড় এলাকায় জন্ম নেবেন ও অত্যন্ত উন্নতমানের পুরোহিত হবেন । ওনার অর্পিত তর্পণ সোজা ঈশ্বরের কাছে চলে যাবে। খুব নাম হবে ধর্মগুরু হিসেবে। আর নামী টিচার হবেন । বড় বড় কেন্দ্রীয় সরকারি পুরস্কার পাবেন, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এমন সব পুরস্কার । টিচার ও পন্ডিত রূপেও নাম হবে খুব গণিত ও ফিজিক্সে । আর পুরোহিত হিসেবে কাজ করে অনেক সমাজ সেবাও করবেন।

শেষ করবো ভগবান বিষ্ণুর একটা কথা দিয়ে । ওনার ওপরে একজন লর্ডকে বসানো হবে যিনি নবনির্মিত । নাম হয়ত বাবা বিষ্ণু । ওনার বরণ পক্ক কেশ যোগীর ন্যায় ও তিন হাত । একটি মুদ্রা হল বিষ্ণুর দিকে তাক্ করা ও ওনাকে একটি ডান্ডা দিয়ে যেন মধুর শাসন করছেন ।এই বাবা বিষ্ণু বসবেন বিষ্ণু, ওনার শিরের ওপরে একটি ছাতার মধ্যে মানে ছত্রীর ওপরে । যাতে এই গড এমন ভুলভ্রান্তি আর না করেন যা বৈকুণ্ঠ অবধি বিনষ্ট হয়ে যায় কোনোদিন ।ঋষি পুলহের অভিশাপ , মনে আছে তো ?

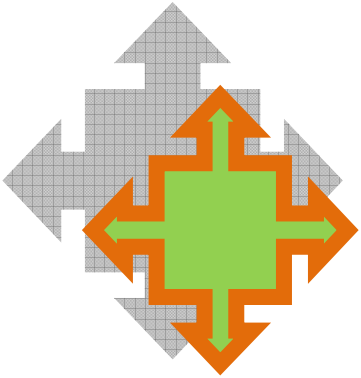

সমাপ্ত